52

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 08 JAN 1996
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি বন্ধের মেয়াদ বৃদ্ধি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া), ৭ই জানুয়ারি (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক কর্মকান্ড বন্ধের মেয়াদ আরো এক মাস বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে। ক্যাম্পাসে দীর্ঘ ৯ মাস একটানা রাজনৈতিক কর্মকান্ড বন্ধ রয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের কথা বলার সুযোগ বন্ধ।

২৮শে এপ্রিল '৯৫ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িক ছাত্র শিবিরের হাতে একজন অভিভাবক নিহত এবং বিভিন্ন দলের ২০ জন ছাত্র আহত হলেও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কোন শাস্তি বা ঘটনার ফায়সালা হয়নি। অবাধ রাজনীতির সুযোগ থাকলে ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষ এবং রক্তপাত ও বিশ্ববিদ্যালয় অপ্রত্যাশিতভাবে বন্ধ হওয়ার আশংকায় বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ৯ মাস ধরে ক্যাম্পাসে মিছিল–মিটিং ও সমাবেশ বন্ধ রেখেছে। বর্তমান উপাচার্য '৯৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পর ৩রা মে '৯৫ হতে এ যাবৎ তিনবার রাজনীতি বন্ধের মেয়াদ তিনবার বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা তাদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে আন্দোলন–সংগ্রাম সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। '৯৫ সালের বিজয় দিবসের মঞ্চ থেকে ক্যাম্পাসে মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় এবং বর্তমান উপাচার্যের নেতৃত্বে কাজের কিছুটা অগ্রগতি ঘটে। কিন্তু কমিটি ৬ মাসেও ভাস্কর্যের ডিজাইন সিলেকশন করতে সক্ষম হয়নি। বিষয়টি নিয়ে গড়িমসি চলছে বলে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের অভিযোগ। ২৮শে এপ্রিল '৯৫ ভর্তি পরীক্ষার সময় ক্ষমতার প্রদর্শন স্বরূপ ছাত্র শিবিরের হাতে একজন অভিভাবক নিহত এবং ছাত্রদল, ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের ২০ জন নেতা-কর্মীর ওপর অতর্কিত হামলা ও জখম করলেও সেইসব সন্ত্রাসীর কোন বিচার হয়নি। একটি তদন্ত কমিটি হয়েছে, কমিটি প্রাথমিক রিপোর্ট বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কমিটির নিকট জমা দিলেও আজ পর্যন্ত তার সুরাহা হয়নি। যদি উপাচার্য ইতিমধ্যে এর একটা ফয়সালার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু তারপর দুইটি সিন্ডিকেট সভা হলেও উক্ত সিন্ডিকেট সভায় বিষয়টি যায়নি।

অমুসলিম সকল ছাত্রছাত্রীর জন্য তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব চালুর প্রতিশ্রুতি প্রশাসন হতে দেয়া হলেও তা এখন চূড়ান্ত হয়নি। রাজনীতি বন্ধ থাকার কারণে এ নিয়ে তেমন আন্দোলনও ছাত্র সংগঠনগুলো করতে পারেনি। তবে মৌলবাদী ছাত্র সংগঠনগুলো ধর্মের আড়ালে মসজিদে এবং মাদ্রাসা ছাত্র পরিষদের নামে বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টি করে রেখেছে।

২৭শে জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা। এবারেও যেন ক্ষমতার প্রদর্শনী দেখাতে গিয়ে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনার সৃষ্টি না হয় সে জন্য রাজনীতি বন্ধের মেয়াদ আগামী রমজানের ঈদের ছুটি পর্যন্ত বর্ধিত করার চেষ্টা চলছে। ৪ঠা জানুয়ারি প্রক্টরিয়াল বডির সাথে ছাত্র সংগঠনগুলোর এক বৈঠকে প্রশাসন এ সিদ্ধান্ত জানায়। তবে ছাত্র সংগঠনগুলো শর্তসাপেক্ষে এবং বিশেষ বিশেষ প্রোগ্রাম করার অনুমতি দাবি করে। তবে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে ধর্মঘটের পর বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর।